নি • উ • ই • য় • র্ক

শংকিত পদযাত্রা

১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা সমগ্র মুসলিম জাতিকে অবিশ্বস্ত করে তুলেছে আমেরিকানদের কাছে। ফলে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ আচরণ করছে অনেকেই...

নিউইয়র্ক থেকে লিখেছেন **শফিউদ্দিন কামাল**

১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর অনেক মুসলমান ভয়-ভীতি ও মহাতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছে। সরকারিভাবে যদিও বলা হচ্ছে, এই ঘটনার জন্য সমগ্র মুসলমানকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিছু বিপথগামী সন্ত্রাসীর দল এই অপকর্ম করেছে। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। স্বজনহারা আত্মীয়রা এই ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। প্রচন্ডভাবে রেগে আছে সমগ্র মুসলমানদের ওপর। ক্ষিপ্ত হয়ে অনেক সময় অনেক জায়গায় হামলা করেছে মুসলমানদের ওপর। নগ্ন হামলার শিকার হচ্ছে দিনের পর দিন। বিশেষ করে পর্টোরিকানদের দাপট দেখলে মনে হয় এই দেশটি শুধু ওদের একার। খুদে আমেরিকানরাও এমনটি করেনি, যেভাবে ওরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করছে। স্পেনিশরা আমাদের মতোই ইমিগ্র্যান্ট অনেকের বৈধ কাগজপত্র নেই। কিন্তু গায়ে আমেরি-কান জ্যাকেট, মাথায় আমেরিকান পতাকা বেঁধে গাড়িতে একটির পরিবর্তে ৩টি পতাকা লাগিয়ে ঘুরছে। মুসলমান পেলেই গায়ে পড়ে ঝগড়া, বকাবকি, মারধর করছে। এই সুযোগে চুরি করার নতুন পন্থা পেয়ে গিয়েছে অনেকে। আমেরিকার ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও হয়নি। সমগ্র জাতি যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে এই অবিশ্বাসী ট্র্যাজেডি। সারা জীবন বাঁকা চোখে দেখবে আমাদেরকে।

সমগ্র মুসলমান জাতিকে চিরশত্রু মনে করবে। কখনো বিশ্বাস করবে না। সেই জন্য আজকে যতো ভাবনা আমাদের আগামী প্রজন্মদের নিয়ে। ভালো ভালো চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে তারা। প্রশাসন ইচ্ছা করে দেবে না। মুসলমান জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। ৭ মিলিয়ন মুসলমানকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মতো জীবনযাপন করতে হবে। স্বাধীন দেশে থেকে পরাধীন জীবন অতিবাহিত করার মতো। এসব ভেবে অনেকে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবছেন। অনেকে আবার নিউইয়র্ক থেকে অন্য স্টেটে যাচ্ছেন।

তাড়াহুড়ো করে ইমিগ্রেশন আইন তৈরি করা হয়েছে। তা পাস হয়েছে। পুলিশ ও এফবিআইকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। যদি কেউ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকে, সন্ত্রাসীকে সাহায্য-সহযোগিতা কিংবা সমর্থন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। টুরিস্ট ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর একদিনও অবস্থান করলে আটক করা হবে। মুসলিম দেশ থেকে এতো সহজে আর ঢুকতে দেবে না। ভিসার ব্যাপারে আরো কড়াকড়ি হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটিকে আমরা বাঙালিরা যেভাবে দেখি, '৭১-এ পাকিস্তানি বর্বরতাকে যেমন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি, ঠিক তেমনি ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সমগ্র আমেরিকানরা দেখছে। জাপান কি আজো ভুলতে পেরেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা-নাগাসাগিতে আমেরিকার এটম বোমা নিক্ষেপের ট্র্যাজেডি? কতো বড় ক্ষতি করেছিলো। নিমিষের মধ্যে তিন লাখ মানুষের প্রাণহানি হলো। লাখ লাখ মানুষ বিকলাঙ্গ হলো, আগুনের স্ফুলিঙ্গের কুন্ডলী বড় বটগাছের মতো হয়ে উঠেছিলো। সমগ্র নীল আকাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসযজ্ঞের পর সমগ্র আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা ধসে পড়েছে। এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনো টুরিস্ট আসছে না। হাওয়াই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডিজনি ওয়ার্ল্ডের অবস্থা খুবই খারাপ। নিউইয়র্ক মহানগরীর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কে ভুগছে অনেকেই। জনজীবন চরম হতাশার মধ্যে কাটছে। সর্বদা একটা ভয়-ভীতিতে দিনাতিপাত করছে। কবে যে আবার অশনিসংকেত দেখতে হয়। সবকিছু মিলিয়ে নিউইয়র্ক এখন ভালো নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা। বাংলাদেশে আমেরিকার ফ্ল্যাগ পোড়ানো এবং প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করার খবর ও ছবি এ দেশের টাইমস ও সিএনএন-এ এসেছে। প্রবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। প্রবাসীরা দেশে চলে এলে বাংলাদেশের আয়ের উৎস, বিদেশী মুদ্রা অনেক কমে যাবে। সরকারকে এ বিষয়ে এখনি নজর দিতে হবে।